অসহায় পরিবারের পাশে সাহায্যের হাত বাড়ালেন কুষ্টিয়ার পৌর মেয়র প্রার্থী কাজল মাজমাদার

মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে অসহায় এক পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন দি কুষ্টিয়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিচালক ও কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র প্রার্থী ও সমাজসেবক মো. আখতারুজ্জামান কাজল মাজমাদার।

গতকাল শনিবার সকালে কুষ্টিয়া শহরের তুলাপট্টি এলাকায় বসবাসরত অসুস্থ সন্ধ্যা দে ও তাঁর মেয়ে শম্পা (সোমা) দের বাসায় যান তিনি। এ সময় পরিবারের খোঁজখবর নেন এবং তাদের হাতে খাদ্যসামগ্রী ও চিকিৎসা ব্যয়ের জন্য নগদ অর্থ তুলে দেন।
পাশাপাশি শম্পা দিদির জন্য একটি স্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দেন।

জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে ভাড়া বাসায় বসবাস করছেন সন্ধ্যা দে ও তাঁর মেয়ে। পরিবারের কোনো নিয়মিত আয়ের উৎস নেই। সম্প্রতি দুর্ঘটনায় সন্ধ্যা দের হাত ভেঙে যায়। একটি অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হলেও চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী আরও একটি অপারেশন প্রয়োজন। এছাড়া বয়সজনিত নানা রোগে আক্রান্ত হওয়ায় নিয়মিত ওষুধ সেবন করতে হচ্ছে, যার ব্যয় বহন করা পরিবারটির পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে, মায়ের সেবাযত্ন করতে গিয়ে শম্পা দিদি দীর্ঘদিন চাকরি করলেও বর্তমানে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। ফলে চিকিৎসা ও সংসারের ব্যয় নির্বাহে পরিবারটি চরম সংকটে দিন কাটাচ্ছে।

এ সময় মো. আখতারুজ্জামান কাজল মাজমাদার বলেন, “আমি সবসময়ই অসহায় ও দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি। সমাজের সামর্থ্যবান মানুষ যদি নিজ নিজ অবস্থান থেকে মানবিক দায়িত্ব পালন করেন, তাহলে অনেক অসহায় পরিবার নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখতে পারবে। শম্পা দিদির জন্য একটি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে আমি আন্তরিকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাব।”

তিনি আরও বলেন, “মানুষ মানুষের জন্য। অসহায় মানুষের মুখে হাসি

ফোটানোর চেয়ে বড় মানবিক কাজ আর হতে পারে না। সবাইকে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানাই।”

এ সময় সন্ধ্যা দে ও শম্পা দিদি তাদের দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ানোর জন্য মো. আখতারুজ্জামান কাজল মাজমাদারের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। স্থানীয়রাও তাঁর এই মানবিক উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং সমাজের বিত্তবানদের এ ধরনের কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

এসময় দি কুষ্টিয়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির অন্যান্য পরিচালকরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের কুতুবপুরে অসহায় পরিবারের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ

মেহেরপুরের কুতুবপুর ইউনিয়নে তুর্কি দাতব্য সংস্থার উদ্যোগে ১০০টি অসহায় পরিবারের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার এ আয়োজন কুতুবপুর কে. আর. আর. এস. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সম্পন্ন হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন পরার্থ ফাউন্ডেশনের আহ্বায়ক রাহিদুজ্জামান, ফেরদাউস, উপদেষ্টা মুহাদ্দিস এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বজলুর রশিদ।

বক্তারা বলেন, এটি কোনো দান, সাদকা বা ত্রাণ নয়; সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে প্রতিটি মানুষকে উচিত মানুষের কল্যাণে কাজ করা, সুখে-দুঃখে পাশে থাকা।

উক্ত আয়োজনটি পরার্থ ফাউন্ডেশনের সার্বিক সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়েছে।

এক টুকরো কম্বলের অপেক্ষায় আলমডাঙ্গার অসহায় পরিবার গুলো

হিমেল হাওয়ায় নীরব কান্না, একটু সহানুভূতির চোখে একটুকরো শীতবস্ত্র নামক কম্বলের আকুল আবেদন। ধনবান ও সম্পদশালীদের এগিয়ে আসার আহ্বান। ঠান্ডা হিমেল বাতাসে শীতের তীব্র আক্রমণে সাধারণ মানুষের জীবন থমকে গেছে।

আলমডাঙ্গায় তাপমাত্রা নেমে এসেছে প্রায় ৯ ডিগ্রিতে। কনকনে শীতে কাঁপছে উপজেলাবাসী, কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে কার্যকরভাবে কম্বল বিতরণের কোনো দৃশ্যমান উদ্যোগ নেই। নামমাত্র স্টেশনে দু’দিন বিতরণের কথা শোনা গেলেও সেই কম্বল ছিন্নমূল মানুষের হাতে পৌঁছায়নি।

উপজেলাজুড়ে ঘুরে দেখা গেছে, ঠান্ডার রাতে কারও কপালে জোটেনি একটুকরো উষ্ণতা। কনকনে শীতে প্রাণ কাঁপে, অথচ প্রশাসনের কম্বল এখনো পৌঁছায়নি অসহায় মানুষের হাতে। রাস্তায় এবং যারা খোলা আকাশের নিচে রাত কাটায়, তাদের জন্য প্রশাসনের এই উদাসীনতা সরাসরি অমানবিকতার শামিল।

২০২২ সালের আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী, আলমডাঙ্গায় ১৫টি ইউনিয়নের ২১১টি গ্রাম ও ১টি পৌরসভা নিয়ে প্রায় ৩ লাখ ৮০ হাজার মানুষ বসবাস করে। এছাড়াও উপজেলায় রয়েছে ৬টি আবাসন, ১৩টি এতিমখানা ও ১টি বৃদ্ধাশ্রম যার কোনোটিতেই এবার দৃশ্যমানভাবে কম্বল দেওয়া হয়নি।

অথচ এই শীতে বৃদ্ধদের শরীর নিথর হয়ে আসছে, আর প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকায়। প্রশ্ন জাগে এই শীতেও যদি প্রশাসন দায়িত্ব না নেয়, তাহলে কবে নেবে দায়িত্ব?

এটি শুধু অবহেলা নয়, এটি দায়িত্বহীনতার নির্মম উদাহরণ। দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে কম্বল বিতরণে ব্যর্থতার দায় সম্পূর্ণভাবে উপজেলা প্রশাসনের।

জামজামি ইউনিয়নের নারায়ণপুর আবাসনের এক বৃদ্ধা বলেন, এই শীতেও একটা কম্বল পেলাম না। যে শীত পড়ছে, মনে হচ্ছে এবারই সবচেয়ে বেশি শীত পড়ছে। আমরা গরিব মানুষ অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি কখন একটু গরম কাপড় পাব এই আশায়। গতবার উপজেলা থেকে আগে কম্বল দিয়েছিল, কিন্তু এবার এখন পর্যন্ত পাইনি।

কম্বল বিতরণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে মানবাধিকার কমিশন আলমডাঙ্গা শাখার সভাপতি আল-আমিন হোসেন পরশ বলেন, গত এক সপ্তাহ ধরে যে কনকনে শীত পড়ছে, তাতে মানুষের হাড় কাঁপছে, অথচ উপজেলা প্রশাসন এখন পর্যন্ত কম্বল বিতরণের কোনো উদ্যোগ নেয়নি।

সিনিয়র সাংবাদিক হামিদুল ইসলাম আজম বলেন, শীত কারও জন্য অপেক্ষা করে না, কিন্তু সহায়তা কেন এত দেরি করে? একটি কম্বল কারও কাছে শুধু কাপড় নয় এটাই তার জীবন বাঁচানোর শেষ আশ্রয়।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আক্তার বলেন, নির্বাচনের ব্যস্ততার কারণে এবার একটু দেরি হচ্ছে। প্রতিদিনই মিটিং অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তবে দুই-তিন কার্যদিবসের মধ্যে কম্বল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

কোটচাঁদপুরে জমি কিনে বে-কায়দায় পড়লেন অসহায় পরিবার, মানববন্ধন

টাকা দিয়ে জমি কিনে বে-কায়দায় পড়েছেন, মৃত আলফাজ উদ্দিনের অসহায় পরিবার। জমি রেজিষ্ট্রি করে দেবার দাবিতে মানববন্ধন করেছেন ওই পরিবারটি।

আজ বৃহস্পতিবার কোটচাঁদপুরের হাড়ডাঙ্গা বিদ্যাধরপুর গ্রামের সড়কে এ কর্মসুচী পালন করেন ভুক্তভোগী পরিবার। এ সময় ওই পরিবারের পক্ষে প্রতিবাদ কর্মসূচীতে শতশত গ্রামবাসী অংশগ্রহন করেন বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

ভুক্তভোগী পরিবার সুত্রে জানা যায়, গেল ২০ বছর আগে কোটচাঁদপুর উপজেলার হাড়ডাঙ্গা বিদ্যাধরপুর গ্রামের দিদার বক্সের নিকট থেকে জমি কিনেন ওই গ্রামের আলফাজ উদ্দিন। সে থেকে দখলে নিয়ে জমিটি চাষাবাদ করে আসছেন পরিবারটি।

দিদার বক্সের নিকট ওই জমি রেজিষ্ট্রি করার কথা বললে তিনি আজ দিবা, কাল দিবে বলে কালক্ষেপণ করতে থাকে। হঠাৎ করে মারা যান জমির মালিক দিদার বক্স। রেখে যান স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সন্তান।

গেল ১৫ দিন আগে দিদার বক্সের স্তী সালেহা বেগম ও মেয়ে শাহানাজ ওই জমি রেজিষ্ট্রি করে দেন অসহায় আলফাজের পরিবারকে। যার পরিমান ১১ শতক।

তবে বাকি জমি রেজিষ্ট্রি করে দিতে দ্বিমত জানিয়েছেন দিদারের বক্সের দুই ছেলে সাইদুর রহমান ও মিজানুর রহমান। রাতের অন্ধকারে নষ্ট করছেন দখলীকৃত জমির ফসল। হামলা মামলার ভয়ভীতিও দেখাচ্ছেন তারা।

কোন উপায় না পেয়ে আজ বৃহস্পতিবার কেনা জমি রেজিষ্ট্রি করে দেয়ার দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন ভুক্তভোগী পরিবার। এ সময় গ্রামের শত শত মানুষ ওই পরিবারের পক্ষে প্রতিবাদ কর্মসুচীতে অংশ গ্রহন করেন।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, কোটচাঁদপুরের হাড়ডাঙ্গা বিদ্যাধরপুর গ্রামের আইনাল হক, আজগর আলী, মৃত আলফাজ মন্ডলের স্ত্রী মোছাঃ পরুল বেগম। অতি সত্তর আলফাজ উদ্দিনের স্ত্রীকে কেনা জমি ফেরত দেয়ার কথা বলেন বক্তারা। এ ছাড়া সংশ্লিষ্টদের নিকট সুষ্ঠ তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি ও জানান তারা।